বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী–একটি মূল্যায়ন

সৌমেন ঘোষ

সংক্ষিপ্তসার

একবার কলকাতার একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে একটি বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠানে এক স্বনামধন্য ব্যক্তিকে বলতে শুনেছিলাম, "পরিবেশ বিজ্ঞানটা এই শাখার ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মীদের একটা করে খাওয়ার জায়গায় পরিনত হয়েছে।' বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো পরিবেশ বিজ্ঞান ততটা পুরোনো না হলেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে এর যোগসূত্রটা অত্যন্ত নিবিড়।প্রসঙ্গত ওই ব্যক্তি মনে করেছিলেন বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা আঁকড়ে যেমন অন্যান্য শাখার বহু ব্যক্তিত্ব উৎসর্গীকৃত প্রাণ হয়ে আত্মত্যাগ করেছেন পরিবেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটা পাওয়া যাবে না অথচ বছরের ৩৬৫ দিনের অধিকাংশই দেখা যাবে কোনো না কোনো পরিবেশ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। মহাশয় বুঝি জানেন না শব্দ শহীদদের কথা, জমি হাঙরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের কথা, পক্ষী প্রেমী সেলিম আলির কথা, কিম্বা চিপকো আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সুন্দর লাল বহুগুনার কথা।বিজ্ঞান মানেই যে বড় বড় পরীক্ষা নিরীক্ষা আর তা থেকে উদ্ভূত এ্যাব্বড় তত্ত্ব কথা, সেটা কি ঠিক? নাকি মানুষের প্রয়োজনে, সদুদ্দেশ্যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগানোর নিরলস চেষ্টার নাম বিজ্ঞান?

অস্বীকার করার উপায় নেই বিজ্ঞানীর তুলনায় বিজ্ঞানকর্মীরাই বিজ্ঞানের কাছের মানুষ।তারা হয়তো বুদ্ধিমত্তায় বেশ কয়েক যোজন পিছিয়ে, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে নিরলস বিজ্ঞানের প্রয়োগে, সত্যাসত্য যাচাই করে ভুল পথে চালিত হওয়া থেকে মানুষকে বিরত করা এবং এরকমই কিছু মহৎ উদ্দেশ্যে মানব সমাজ তথা মানবজাতির জন্য সাধন করা বিজ্ঞানকর্মী ব্যতীত সম্ভব নয়।এরকম কত পরিবেশ কর্মী যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম ও আত্মবলিদান করে চলেছেন তিনি গননারও অতীত।আমাদের বাংলাও সেই একই পথের যাত্রী।ঘরোয়া ভাষায় এখানকার বিজ্ঞানকর্মীরা সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন কিম্বা পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল, মাতৃভাষাকে সম্বল করে প্রতিটি মানুষের অন্তরে পৌঁছে যেতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এমন উদাহরণ অজস্র হাজির করা যায়।এদের সবার যে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা অর্থানুকুল্য আছে তা কিন্তু নয়।অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলেই এরা অনেক অসাধ্য সাধন করেন।এই প্রচারটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন সমাজ তথা সমগ্র বাঙালি জাতির বিজ্ঞান চেতনা বড়ো আঘাত পাবে এবং তাতে সমুহ ক্ষতির সম্ভাবনা।